হরিমঙ্গল।

(প্রথম খণ্ড)

"হরি বিনা দান গিছে, হরি বিনা ধ্যান গিছে!
হরি বিনা প্রাণ? সে যে জীবনে মরণ!"

অপূর্ব্বব্রজাঙ্গনা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন সঙ্কলিত
ও
প্রকাশিত।

সন ১৩১১ সাল।

মূল্য—।৵ আনা মাত্র।

ভূমিকা।

শ্রীহরির শ্রীমুখ স্মরণ করিয়া এই গ্রন্থনিহিত সকল কবিতা গুলিই রচিত হইয়াছে। অতএব ইহা সেই সত্যশিবসুন্দরের মঙ্গলপূর্ণ পাদপদ্মে অর্পিত হইল। মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদে "হরিমঙ্গল" জয়যুক্ত হউক্।

কেবল মাত্র আমার কবিতাগুলি দিলে গ্রন্থখানি উজ্জ্বল হইত না। আমার ক্ষুদ্র মাটীর প্রদীপগুলি মিট্ মিট্ করিয়া এক পার্শ্বে জ্বলিলে ভাল দেখাইত কি? সেইজন্য কবিবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ও কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের দুইটী electric light রূপিণী কবিতা দিয়া দেব-মন্দিরটীকে আলোকপূর্ণ করিয়াছি। ছয়টি নবীন কবির কবিতার জ্যোৎস্নালোক চারিধার হইতে আসিয়া পূজার ডালাটিকে অপূর্ব্ব শোভায় শোভান্বিত করিয়াছে। ইহারা সকলেই যে সুকবি, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ইহারা সকলেই যথাকালে কবি যশোরূপ কাম্যফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহারা দয়া করিয়া স্ব স্ব কবিতা দিয়া আমাকে যে অনুগৃহীত করিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহা-দিগকে করযোড়ে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

"হরিমঙ্গল" প্রধানতঃ "শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা"র বালকদিগের জন্য রচিত হইল। ইহার অনেকগুলি কবিতা বালকেরা গান করিয়া থাকে। সে দৃশ্য কি সুন্দর! যেন শত শত ধ্রুব, প্রহ্লাদ একত্র হইয়া পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণকে আকুলকণ্ঠে ডাকিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা,
৬২ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট।
১০ই মাঘ, ১৩১১।

নিবেদক—
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

সূচীপত্র।

এতন্মধ্যে "জয় জয় পরব্রহ্ম" গানটি কবিবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রণীত ও "ওহে জীবন বল্লভ" গানটি কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিরচিত। "যাচ্ঞা" শীর্ষক কবিতার লেখক সুকবি শ্রীযুক্ত কুমুদ মল্লিক; "সর্ব্বতীর্থসার" নামক কবিতাটি সুকবি শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত; "যাচনা" ও "প্রার্থনা" সুকবি শ্রীযুক্ত করুণা-নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের "প্রসাদী" নামক কাব্য হইতে গৃহীত; "বিশ্বনাথ ও বিশ্বতাত" সুকবি শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়ের রচনা; "ভুল ও প্রার্থনা" সুকবি যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চি মহাশয় বিরচিত, ও "উদ্বোধন" নামক কবিতাটি সুকবি দেবকুমার রায় চৌধুরির "প্রভাতী" কাব্য হইতে উদ্ধৃত।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।

হরিমঙ্গল।

এস হে শ্রীহরি।

১

এস হে শ্রীহরি, এস গো শ্রীহরি,
ভয়হারী দীনবন্ধু!
কাঙালের সখা, দাও দাও দেখা,
এস, এস, কৃপাসিন্ধু!

২

বসন্ত আসিলে, আনন্দে, নিখিলে,
ফুটে উঠে শত ফুল;
তরুলতারাজি, বিমোহন সাজি,
কাণে পরে শত দুল।

৩

হে চির বসন্ত, হে চির আনন্দ,
তেমতি ফুটাও ফুল;
আমরা হাসিব, আমরা নাচিব,
মোরাও পরিব দুল।

৪

দেয়ালি আসিলে, নগরে নিখিলে
দীপ-সাজানর ঘটা ;
কিবা চমৎকার, আলোর বাহার
নিখুঁত শোভার ছটা !

৫

হে চির দেয়ালি, ল'য়ে দীপডালি,
তেমতি, তেমতি এস ;
হে সুন্দর হরি, হৃদয়-নগরী
আলোকে সাজায়ে বোস !

৬

এস হে শ্রীহরি, এস গো শ্রীহরি,
ভয়হারী দীনবন্ধু !
কাঙালের সখা, দাও দাও দেখা,
এস এস কৃপাসিন্ধু !

বিজয়া।

১

হায় মা ! দুঃখিনী বঙ্গ ও রাঙ্গা চরণ
বুকে ধরি, ছিল আহা আনন্দে অধীর ;
তিন দিন, সুহাসিনি, হাসির কিরণ
ছড়ায়ে, কোথায় গেলি ? প্রাণ-কুমুদীর

নিভাইয়া কুল্ল জ্যোৎস্না, এ দৈন্য-তিমির
ক'রে পুন নিরানন্দ আনন্দ ভবন!
দশ হাত দিয়া তুই যে রক্ষা-বন্ধন
বেঁধে গেলি, খুলে যায়! আশঙ্কা-অস্থির,
কাঁপে বুক, নেত্রে বহে নীর! হে জননি
কেন নিত্য আগমনী, নিত্য বিসর্জ্জন?
চির দিন তরে বঙ্গে স্বর্ণ সিংহাসন
আন রঙ্গে; ধর্ম্মরাজ্যে হ'ক তূর্য্যধ্বনি!
আয় আয় বিজয়িনি অনন্ত সৌন্দর্য্যে,
রাজরাজেশ্বরী আয়—অক্ষয় ঐশ্বর্য্যে।

২

আমার হৃদয়-বঙ্গে, হে সিংহবাহিনি,
তিন দিন ছিলি তুই প্রকাশি মহিমা,
বিশ্ববিপ্লাবিনী যেন চাঁদের চাঁদিনী!
যেন রে নন্দনবনে পুষ্পের গরিমা!
ছিল না মা, ছিল না মা, আনন্দের সীমা
প্রাণ চকোরীর! সুধা পিয়ে উল্লাসিনী
নীলাকাশে যেন কোন মুক্ত বিহঙ্গিনী!—
কোথা গেলি, কোথা গেলি, অপূর্ব্ব প্রতিমা!
একি লীলা! একি শুধু নিশার স্বপন?
দিব্য চক্ষু অন্ধে দিয়া, দু'চক্ষু আবার
কেড়ে নিলি? বাড়াইলি কেন মা আঁধার
হাসিয়া চপলা-হাসি, উজলি গগন?

আয় চির জাগরণ! প্রভাতে, উল্লাসে!
আয় চির পৌর্ণমাসী! শুভ্র চিদাকাশে

বহু দেখিয়ে শুনিয়ে।

(বহু) দেখিয়ে শুনিয়ে, ভুগিয়ে, ঠেকিয়ে,
বুঝিয়াছি হে গোসাঁঞি,
বলিতে আপন, নাহি কোন জন,
তোমা ছাড়া বন্ধু নাই।
তুমি পিতা মাতা, দারা সুত ভ্রাতা,
তুমি অন্ন, তুমি বারি,
অনাথ-আশ্রয়, পাইয়াছি ভয়,
কোথা তুমি ভয়হারি?
পাগল হইয়া, বেড়ায় ছুটিয়া,
হরিণ, কস্তুরী-গন্ধে;
তেমতি আমরা, ঘোর দিশেহারা,
পড়িয়া বিষম ধন্ধে!
ও মায়ায় ফের, পাইয়াছি টের,
ওহে অখিলের স্বামি,
আমারই মাঝে, সে কস্তুরী রাজে
তুমিই সে মৃগনাভি!

"কোথা মণিমালা," "কোথা মণিমালা",
বলি, করি অন্বেষণ,
এবে দেখি দোলে, আমারই গলে,
তুমি হরি, সে রতন!
তুমিই বিভব, যা বল তা সব,
তোমা ছাড়া গতি নাই,
ও রাঙ্গা চরণ, করিনু শরণ,
ঠেল না গো হে গোসাঁঞি!

বিপদের প্রতি।

১

হে বিপদ! ভয়ঙ্করা! ভ্রুকুটী-কুটিল!
হাসি ঘোর বিদ্রূপের হাসি,
এস এস উন্মাদিনি! হাসি খিল্ খিল্
উচ্চ শব্দে, এস সর্ব্বনাশি!
আলুইয়া কেশজাল, আলিঙ্গি উল্লাসে,
বাঁধ মোরে লো বৈরিণি! কেশ-নাগপাশে

২

হে আপদ! হে বালাই! করুণ-ক্রন্দনা!
সারা পাড়া তোলপাড় করি,
আসন্ন-প্রসবা যেন গর্ভিণী-যন্ত্রণা!
এস এস ভয়াল সুন্দরী!
প্রসবান্তে, লো ডাকিনি, আমিও হাসিয়া,
সম্পদ-সুপুত্র লব, উৎসঙ্গে চুমিয়া!

৩

এস, এস, হে বিপদ, ধরি ঊর্দ্ধ ফণা,
ফোঁশ্ ফোঁশ্ ফণীর মতন।
আমি জানি সর্প-মন্ত্র-হরি-আরাধনা,
ভাঙ্গি দিব বিষাক্ত দশন!
শিরে তোর, লো নাগিনি, করে চিক্ চিক্
ইন্দুশুভ্র পবিত্রতা—অপূর্ব্ব মাণিক!

যাচ্ঞা।

১

অভাব-ঝঞ্ঝা বহিবে প্রবল,
বিপদ-নিদাঘ আসি,
ঢেকে দেবে যবে দুখ-ধূলি-জালে
সুখের অমিয় হাসি,
দূরে সরে যাবে বন্ধু-মধুপ,
এ তনু তাপিবে যবে;
তখনো হে সখা, ত্যজিবে না তুমি,
বল মোর কাছে র'বে।

২

বাঞ্ছিত সনে চিরবিচ্ছেদ
সজল জলদ সম,
ধীরে ধীরে যবে ঢাকিয়া ফেলিবে
মানস-আকাশ মম,

শশীতারাহীনা রজনী আসিবে,
ঝরিবে নয়ন যবে ;
তখনো হে সখা, ত্যজিবে না তুমি,
বল মোর কাছে র'বে।

৩

কুমুদিনী-মুখ চুমিয়া আবার
সুখ-শরতের শশী,
হাসিবে যখন ছড়ায়ে পুলক
এ হৃদি-গগনে বসি,
সুহাস সেফালি ফুটিয়া উঠিবে,
তোমারে ভুলিব যবে,
তখনো হে সখা, ত্যজিবে না তুমি,
বল মোর কাছে র'বে।

৪

হেমন্ত সম, শীতল জরায়
থির চরণতল
দেবে যবে ভাঙ্গি, মনঃসর হতে,
মোর আশা-শতদল।
ব্যাধি-হিম আসি, ভীষণ শীতের
আগম-বার্ত্তা দিবে ;
তখনো হে সখা, ত্যজিবে না তুমি,
বল মোর কাছে র'বে।

৫

শীতের মতন, মরণ যখন
দাঁড়াবে নিকটে মোর,
সারা দেহ খান হইবে অবশ,
কাঁপিবে চরণ জোর,
সদা দুরু দুরু করিবে হৃদয়,
গৃহ কারাগার হবে,
তখনো হে সখা, ত্যজিবে না তুমি,
বল মোর কাছে র'বে।

৬

আসিবে যখন জীবনের সেই
চৈত্র বৈশাখী নিশি,
স্বরগ, মরত, হবে একাকার,
দোঁহে দুঁহু যাব মিশি ;
কাছা কাছি আসি দাঁড়াবে যখন
বিজয়া, বোধন, ভবে ;
তখনো হে সখা, ত্যজিবে না তুমি,
বল মোর কাছে রবে।

৭

একে একে যবে সবে যাবে ধরা,
নমিয়া পড়িবে আঁখি,
মেঘান্ধ নিশি ঘনায়ে আসিবে,
বিষাদ-কালিমা মাখি ;
চির পরিচিত প্রিয়জন মোর

কাঁদিয়া উঠিবে যবে ;
তখনো হে সখা, ত্যজিবে না তুমি,
বন্ধ মোর কাছে র'বে।

৮

স্বজনের আঁখি রচে দিবে যবে
সলিল-শয্যা মম,
গাহি তব নাম যাব যবে চলি
শিশর-মরাল সম,
বিদায়ের ক্ষণ মিলনের মত
হইবে মধুর যবে,
তখনো হে সখা, ত্যজিবে না তুমি
বন্ধু মোর কাছে র'বে।

আমিত্ব নাশ।

ফুল কই ? মালা কই ? দিব ফুলডালি
নারীর সুন্দর হস্তে, সাধ্য নাহি আর !
দেহ-পুষ্প, চিত্ত-পুষ্প দিয়াছি গো ঢালি,
ভারতীর পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব আমার।
বহু ভুগি, বহু ঠকি, হাড় হ'ল কালি,
"মা মা" বলে প্রাণপণে করিনু চীৎকার !
কহিলাম "হোস্‌নে মা শ্মশানের কালি,
জগদ্ধাত্রীরূপে নে মা কোলে আপনার" !
বাহুযুগ প্রসারিয়া, রাজরাজেশ্বরী,

ঢাকিয়া রাখিলা মাতা কনক-অঞ্চলে,
শুক্রতারকারসম আমি যেন, মরি,
ডুবিলাম পূর্ণিমার গভীর অতলে !
এ কবিতা নহে নহে কবির ঝঙ্কার,
আমি এবে মার কোলে নীরব সেতার !

সাধনা ।

"দাও, দেবি, দেখা দাও !"—স্বর্ণরৌপ্যধন
রাখিনু চরণে—দেবী দেখা নাহি দিলা !
"দাও দেবি দেখা দাও !"—মাণিক্যরতন,
ঢালিনু চরণে—দেবী মুখ ফিরাইলা !
নিরুপায় হয়ে শেষে, বাসনার সাটী
আনিয়া অর্পিনু ধীরে দেবীর চরণে ;
দ্রৌপদীর সাড়ি সম সাটী পরিপাটি,
ঝলসিল লাল নীল অপূর্ব্ব বরণে !
সহসা শুনিনু আমি নূপুর-শিঞ্জন,
শত ভ্রমরের যেন মধুর গুঞ্জন !
সৌন্দর্য্যে মোহিয়া বিশ্ব, গাল ভরা হাসি,
দুর্গাবেশে বিশ্বমাতা দাঁড়াইলা আসি !
উঠিয়া মায়ের কোলে লভিনু চুম্বন,
মৃত্যুঞ্জয়ী সে পরশে জুড়াল জীবন !

নিবেদন।

(একটি অভিনন্দন পত্রের উত্তরে লিখিত)

১

বল, দেব, একি এ করিলে ?
যশ-চন্দনের বাটি, বাণীর মন্দির হ'তে
আনি, কেন এ দীনের ললাট মণ্ডিলে ?
রক্ত জবা ধুতুরায়, গাঁথিয়ে সামান্য মালা
দিতে চাও, দাও কণ্ঠে (কুসুম সুন্দর
সুকবির কণ্ঠে সাজে, নৃপতির ভালে রাজে !)
কাঙ্গালে সাজালে কেন, আনি নাগেশ্বর ?
বাসরের সাজ সজ্জা তরুণ যুবারে সাজে,
বুড়ারে সাজালে কেন নবীন নাগর ?

২

বল, দেব, একি এ করিলে ?
আনি সিন্দুরের কৌটা, আনি তাম্বুলের বাটা,
বিধবার পাণ্ডু হস্তে কেন অরপিলে ?
আধ বাঘাম্বর ছাল, আধ কণ্ঠে অহি-মাল,
শ্মশান-বাসিনী যেই হরের ঘরণী,
একি দেব ! পরিহাস, ইন্দু-পাণ্ডু ক্ষৌমবাস,
তার তরে ?—উমা নহে ব্রজের গোপিনী !
কুলু কুলু গঙ্গা ধায়, অদূরে জ্বলিছে চিতা,
শ্মশানে ধরিলে কেন মোহিনী রাগিণী ?

৩

ভ্রম! ভ্রম! অলীক স্বপন!
কাচ আমি, নহি হীরা, আমি গো সামান্য তাম্র,
তুচ্ছ আমি, নহি আমি, রজত, কাঞ্চন!
ভক্ত আমি? সর্ব্বনাশ! এ দারুণ পরিহাস
কেন? কেন? আমি, দেব! দীন অভাজন!
সুন্দর হৃদয় তব, সুন্দর নয়ন তব,
ভুবনে হেরিছ তাই সকলি মোহন!
শ্যামাঙ্গিনী নিশীথিনী, তাও হয় গৌরাঙ্গিনী
চন্দ্রোদয়ে, দূর্ব্বাঘাস তাহাও কাঞ্চন।

৪

খোলা ভোলা বালকের হিয়া—
সাপের তর্জ্জন শুনি, করে আনন্দের ধ্বনি;
অহিরে আলিঙ্গি' ধরে, ফণা সাপটিয়া!
কুপতির পদ বন্দি', সতীর সদগতি হয়,—
মিটে তার, মিটে তার প্রাণের পিপাসা;
গঙ্গা ভ্রমে পড়ি' জলে, ভক্ত লভে মুক্তিফলে,
কর্ম্মনাশা থাকে কিন্তু সেই কর্ম্মনাশা!

৫

ভক্ত আমি? আহা তাই হোক!
ভক্তির চরণস্পর্শে, হে দেব! ফুটুক হর্ষে
হৃদয়ের কুঞ্জে কুঞ্জে বাসন্তী অশোক!
ফুল ও চন্দন, দেব, পড়ুক শ্রীমুখে তব,

উৎপ্রেক্ষা সফল হোক্—আহা তাই হোক্!
এ হৃদয়-মরুভূমে, বহুক্ প্রেমের ধারা,
হাসুক্ আঁধার ঘরে চাঁদের আলোক!

৬

হে শ্রীহরি, আসি দাও দেখা!
হৃদয়-দর্পণখানি মাজিয়া উজ্জ্বল কর,
মুছে ফেল, ধুয়ে ফেল কলঙ্কের রেখা।
লোকে মোরে "ভক্ত" বলে, লাজে হয় মাথা হেঁট,
দারুণ অশান্তি নাথ, সহিতে না পারি।
লজ্জা-নিবারণ-হরি, হৃদয়-প্রতিমা মাঝে
ভকতি প্রতিষ্ঠা কর; দোহাই তোমারি!

৭

হে সুন্দর! বুঝিবারে নারি,
কৌমার, যৌবন গেল, আয়ু প্রায় শেষ হ'ল,
কত কাল থাকিব গো অনূঢ়া কুমারী?
এস বঁধু, এস বর, সাজাইয়া এ বাসর,
সারা-রাত্রি আছি ব'সে, রাত্রি-হ'ল শেষ!
দেহ-মালঞ্চের মোর অর্ঘ্য-পুষ্প ঝরে যায়,
প্রাণের দেবতা এস, এস পরমেশ!

৮

শ্যামাঙ্গিনী চণ্ডিকা কালিকা,—
সেই বেশে চাও যদি, এস হে আস্ফালি' অসি,
আমারে করিয়া নিও ভৈরবী সাধিকা।
বলি দিয়া প্রেম-খড়্গে, অর্ঘ্য—আত্মার রক্ত,

নিভৃতে, সাধনমঞ্চে শিয়রে, অম্বিকা!
অয়ি নর-মুণ্ড-মালে, সন্তানে তুলিয়া কোলে,
নাচিস্ তাণ্ডব নাচ—অপূর্ব্ব রাধিকা!

৯

রাধা-কৃষ্ণ যুগল মূরতি,—
সেই বেশে চাও যদি, এস বঁধু হৃদি-কুঞ্জে,
আমি গোপিনীর বেশে করিব আরতি।
হৃদি-বৃন্দাবন-ধামে, এস হে বিনোদ ঠামে,
প্রাণ-মন-উন্মাদন বাজাও বাঁশরী;
কাম-লোভ, গোপ-কন্যা, পড়ুক্ শ্রীপদে আসি,
কুল, মান, ভয়, লজ্জা, সর্ব্বস্ব পাশরি'!

১০

সেই দিন নব বৃন্দাবন
বিরাজিবে হৃদি-কুঞ্জে, হে ব্রজের বংশী-ধারী,
তোমার ও মুখচন্দ্রে করি' দরশন!
হইবে গো দোল রাস, বার মাস সুখোচ্ছ্বাস,
ছুটিবে রসের উৎস, প্রেমের ফোয়ারা!
প্রেমে গদ গদ বোল, যারে তারে দিব কোল,
মুখে হরি হরি বোল, প্রেমে মাতোয়ারা!

১১

তখন পরা'য়ে দিও মালা,—
আনি চারু কৃষ্ণচূড়া, কুন্তল সাজায়ে দিও,
পীতাম্বরে করে দিও এ দেহ উজালা!
দেহ-বুদ্ধি না থাকিবে, লাজ ভয় না রহিবে,

আমি শ্রীহরির ধ্যানে হইব তন্ময়।
তুমি দেবে মোর হালে, আমি কিন্তু সেই ছলে,
গোবিন্দের কণ্ঠে দ্বিব, বলি "জয় জয়!"

কোথা ওগো হরি।

১

কোথা ওগো হরি, কোথা ওগো হরি,
শিশু সবে ডাকি সঘনে;
যোড় করি হাত, দেখা দাও নাথ,
(মোরা) পড়িব ও রাঙা চরণে।

২

ওগো দয়াময়, হইয়ে সদয়,
আমা সবে দাও (হে) ভকতি;
আমরাও সবে, মাতিব উৎসবে,
করিব তোমার আরতি।

৩

সাদা রাঙা ফুলে, বেগুনি মুকুলে,
মোহন মালিকা গাঁথিয়া,
দিব তব গলে, মোরা কুতূহলে,
(হরি) পরিও হরষে মাতিয়া।

৪

নেহারি ও মুখ, পাব কত সুখ,
লুটাব ও পদকমলে

হাততালি দিয়া, নাচিয়া নাচিয়া,
"জয় হরি" বলি সকলে।

৫

পড়িতে, খেলিতে, বসিতে, চলিতে,
যে ভাবেই থাকি হে হরি,
তোমায়ে হে বিভু, ভুলিব না কভু,
দিব না গো ফাঁকি হে হরি।

৬

কোথা ওগো হরি, কোথা ওগো হরি,
শিশু সবে ডাকি সযনে ;
নমি বার বার, ঠাকুর তোমার,
ও রাঙা অভয় চরণে।

বিশ্বনাথ বিশ্বতাত।

বিশ্বনাথ, বিশ্বতাত, বিশ্ব-বিপদ-বারণ।
জগৎ-প্রাণ জগৎ-ত্রাণ জয়জনার্ত্তিহারণ ॥
জয় অনীশ, অখিল ঈশ, নিখিল ভুবন পাবন।
বিশ্বাশ্রয়, বিশ্বজয়, দেব ভূতভাবন ॥
কোটি-বিশ্ব-বিশ্বাকর মহাসীম সাগর।
রূপহীন, বিশ্বরূপ, রহিতগুণ, গুণাকর ॥
বিকশিত কর চিত্ত-কমল বিতরি, বিশ্বমোহন,
জ্ঞানারুণ-চরণ-নখর-কিরণ শুদ্ধ শোভন ॥
দেহি অভয় চরণাশ্রয় ভুবনভীতি-শাতন।

নির্ম্মল নির্লেপনিত্য সত্য-শিব সনাতন ॥
কর ভাস্কর, ভাস্বর-কর-বিকশিত চিত্ত-অম্বরে।
কর প্রবুদ্ধ মোহ-মুগ্ধ-সুপ্ত অন্ধ অন্তরে ॥
বিত্ত, বুদ্ধি, চিত্ত-শুদ্ধি, সিদ্ধি, শান্তি, সাধন।
দেহি দেব, আশুতোষ, ভক্ত-ইষ্ট-সাধন ॥
আদি মূল, সূক্ষ্ম স্থূল, সর্ব্ব-বীজ-কারণ।
সৃষ্টি-স্থিতি-নাশহেতু, সর্ব্বলোক-তারণ ॥
ধর্ম্ম, ভক্তি, শর্ম্ম, শক্তি, দেহি কর্ম্ম-পালনে।
সংযত কর চঞ্চল চিত শান্তি-পূর্ণ শাসনে ॥
জগদ্বন্দ্য, চিদানন্দ, সৎ-স্বরূপ, সুন্দর।
নমো, নমো নমস্তুতে, মহেশ, শেষ, শঙ্কর ॥
সর্ব্ব-শরণ দিব্য চরণ পূজি যেন সাদরে।
মঙ্গল-ময়, মঙ্গল বর দেহি বরদ কাতরে ॥

চাতকের গান।

শুনেছি, শুনেছি, ওগো দেব ভগবান,
বড় ভালবাস তুমি শিশুদের গান।
তাই গান গেয়ে গেয়ে, হে দয়াল হরি,
ডাকিতেছি করযোড়ে এস দয়া করি।
আমরা চাতক, তুমি নব জলধর,
কৃপাবারি দান করি জুড়াও অন্তর।
আমরা চকোর, তুমি পূর্ণ শশধর,
প্রেম সুধা দান করি, জুড়াও অন্তর।

আইলে শ্রাবণ মাস,ময়ূর যেমন
আনন্দে প্যাখম তুলি করে গো নর্ত্তন,
তেমতি তেমতি মোরা নাচিব আনন্দে,
বিশ্বমাঝে কে না নাচে হেরিয়ে গোবিন্দে ?
বরিষায় বারিধারা অমৃত পরশে,
কদম্ব ফুটিয়া উঠে মনের হরষে,
তেমতি তেমতি নাথ তোমারে পাইয়া,
মনের আনন্দে মোরা উঠিব ফুটিয়া।
সহে না বিলম্ব আর, দয়াময় হরি,
পায়ে পড়ি, পায়ে ধরি, এস দয়া করি।

বিশ্বমনোহর দেব।

বিশ্বমনোহর, দেব, শোভার নির্ঝর,
ত্রিভুবনে তব তুল্য কে আছে সুন্দর ?
এত শোভা নাই দেব চাঁদের আলোকে,
নাই—নাই লালে লাল ফুটন্ত অশোকে।
ঝক্ মক্ পাখা দুটি চারু প্রজাপতি,
তারো অঙ্গে নাই হেন অপরূপ জ্যোতি !
বিশ্বের নয়নমণি হে পরশমণি !
শোভার ভাণ্ডার তুমি, লাবণ্যের খণি।
প্রাতঃকালে শিশু রবি—কনকের থালা,
সন্ধ্যাকালে লাল নীল জলদের মালা,
বসন্তে ফুলের হাসি, শরতে চাঁদনি,

জীবরাজ্য, তরুরাজ্য, আকাশ, অবনি,
সকলেই পরাজিত ও রূপের কাছে,
তোমার দোসর নাথ জগতে কি আছে?
তাই নাথ আমাদের বড় আকিঞ্চন,
হেরিব হেরিব রূপ বিশ্ববিমোহন।
আমরা কুৎসিত নাথ, আমরা গো কালো,
হইব তোমার স্পর্শে আমরাও ভাল।
কদম্ব কেশরে যথা আনন্দ না ধরে,
হেরিব হেরিব রূপ ফুল্ল কলেবরে।
হে সুন্দর, এস এস, হৃদি-সিংহাসনে;
আসি বোস, আসি বোস, সহাস্য বদনে!
ভকতি কুসুম আর প্রেমের চন্দন
আনিয়াছি, দাও, দাও, ও রাঙা চরণ।
করি দেব, করি দেব, তোমার আরতি;
করি দেব, করি দেব, শ্রীপদে প্রণতি।

হে শিবসুন্দর।

১

হে শিব সুন্দর, বিশ্বমনোহর,
নমি তব রাঙাপদে,
ভ্রমর যেমন, করি গুঞ্জরণ,
পড়ে ফুল্ল কোকনদে।

২

তীর, তারা প্রায় শিশু যথা ধায়
ঝাঁপাইয়া মা'র কোলে,
তোমার উৎসঙ্গে, উঠিব মা রঙ্গে,
তেমতি করুণ রোলে।

৩

ভাসি অশ্রুজলে, ও শুভ অঞ্চলে,
মা গো মা মুছাও আঁখি।
করুণ ক্রন্দনে, ডাকি ঘনে ঘনে,
দিও না দিও না ফাঁকি।

৪

না জানি অর্চ্চনা, পূজা আরাধনা,
অশ্রুই সম্বল মাগো ;
জননীর বেশে, এস মা গো হেসে,
মোদের মিনতি রাখ।

৫

মন্ত্র দাও কাণে, জ্বলুক্ এ প্রাণে
হোমানল অবিনাশী।
কুবুদ্ধি পলাক্, পুড়ে হোক খাক্
পাপ তাপ দুঃখরাশি।

৬

পরি ফুল-ভূষা, হাস্তময়ী উষা,
প্রভাতে যেমতি রাজে ;

বিমল ভকতি, আসুক্ তেমতি,
মোদের হৃদয় মাঝে।

তোমার সমান ওগো ভগবান্!
নাই নাই—বন্ধু নাই।
ও রাঙা চরণ করিনু শরণ,
ঠেল না গো হে গোসাঁঞি!

৮

হে শিব সুন্দর, বিশ্বমনোহর,
নমি তব রাঙা পদে,
ভ্রমর যেমন, করি গুঞ্জরণ,
পড়ে প্রফুল্ল কোকনদে!

ভুবনরঞ্জন, বিশ্ববিমোহন।

১

ভুবন রঞ্জন, বিশ্ববিমোহন,
ও চরণে নমি আমি,
অধম বলিয়া, দিও না ঠেলিয়া,
ওহে অখিলের স্বামি!

২

শত বসন্তের, শত শরতের,
লইয়ে পুষ্পের হাস;

শত চন্দ্ররূপে, শত সূর্য্যরূপে,
উজলি হৃদয়াবাশ ;

৩

এস হে সুন্দর, শোভার নির্ঝর,
লাবণ্যের মন্দাকিনী।
আনন্দের তার হৃদয়-মাঝার
বাজুক গো রিনিঝিনি।

৪

নিত্য উৎসবের, পূজা পার্ব্বণের,
হোক্ এ দীনের গেহ।
শঙ্খ-ঘণ্টাকুল মন্দিব অতুল
হোক্ এ দীনের দেহ।

৫

ফুলরাশি ঢালি, ধূপ ধূনা জ্বালি,
পড়িব রাতুল পদে ;
ভ্রমর যেমন, করে গুঞ্জরণ,
বেড়ি ফুল্ল কোকনদে।

৬

বিচিত্র বরণ, পতঙ্গ যেমন,
পুষ্পে বসে ঝাঁকে ঝাঁকে,
বসিব, মোহন, তোমার চরণ
পদ্মকরবীর শাখে !

৭

আর না ভ্রমিব, আর না উঠিব,
এ নিকুঞ্জ ছাড়ি হায়!
কে আছে নিখিলে, হাতে সোনা দিলে,
ফেলি তাহা, তামা চায়?

৮

আর না ভ্রমিব, আর না উঠিব,
এ মালঞ্চ ছাড়ি হায়!
কে আছে নিখিলে, হাতে চিনি দিলে,
ফেলি তাহা, নিম চায়?

৯

ভুবনরঞ্জন, বিশ্ববিমোহন,
ও চরণে নমি আমি,
অধম বলিয়া, দিও না ঠেলিয়া,
ওহে অখিলের স্বামি!

ধর মালা ধর, পর মালা পর।

১

ধর মালা ধর, পর মালা, পর,
হে সুন্দর পরমেশ!
হোক্ এ ভবন, দেব-নিকেতন,
হৃদি-সিংহাসনে বোস।

২

করিয়া বন্দন, পূজিব চরণ,
সচন্দন পুষ্পদলে,
ওহে সারাৎসার, সর্ব্বস্ব আমার
অরপিব পদতলে !

৩

নয়নের সুখ, ও মোহন মুখ,
দীপ জ্বালি নেহারিব।
আরতি করিয়া, গাহিয়া গাহিয়া,
তব পদে লুটাইব !

৪

ভাবিয়া দেখেছি, বুঝিয়া দেখেছি,
মিছার গো এ সংসার,
সকলি বেঠিক্, সকলি অলীক,
তুমি শুধু সারাৎসার !

৫

এস প্রাণধন, কৌস্তুভ রতন,
ধরি তোমা বক্ষঃস্থলে।
এস মণিমালা, এস মণিমালা,
দোলাই তোমারে গলে !

৬

ভাবিয়া দেখেছি, বুঝিয়া দেখেছি,
তোমা ছাড়া বন্ধু নাই,

করিয়া যতন,　　অভয় চরণ
শরণ লইনু তাই।

জগতের মাঝে　　যা যেখানে আছে,
সকলি বিষাদে অন্ধ ;
মূর্ত্তিমান হাসি,　　ফুল্ল ফুলরাশি,
তুমি আনন্দের কন্দ !

৮

ফুল মকরন্দ,　　হে চির আনন্দ,
আমাদের মাঝে আসি,
তিমির হরণ,　　তপন যেমন,
হরি লও দুঃখ রাশি !

৯

এ অধম জনে　　ঠেল না চরণে,
ধরি তব রাঙ্গা পায় !
বলিতে আপন,　　আছে কোন জন,
তোমা ছাড়া আর হায় ?

১০

ধর মালা ধর,　　পর মালা, পর,
হে সুন্দর পরমেশ !
হোক্ এ ভবন　　দেব নিকেতন ;
হৃদি-সিংহাসনে বোস্ ।

শুনেছি শুনেছি ।

শুনেছি, শুনেছি, ওহে দেব ভগবান,
কেহ নাই রূপবান তোমার সমান ।
রামধনু মাঝে নাই এত চারু শোভা ;
ফুটন্ত গোলাপ নয় এত মনোলোভা !
ময়ূরের পুচ্ছ মাঝে কত শোভা আছে,
তাও দেব হারি মানে ও রূপের কাছে !
ও লাবণ্য, ওই রূপ, বড় অপরূপ,
তাই গো অরূপ তুমি ওগো বিশ্বভূপ ।
হে শিব সুন্দর দেব দয়াময় হরি,
আমাদের মাঝে আজি এস দয়া করি !
বড় সাধ হইয়াছে শ্রীমুখ হেরিতে,
বড় সাধ হইয়াছে শ্রীঅঙ্গ পূজিতে ।
হরি হে তোমার চরণ-গঙ্গাজলে,
ঝাঁপাইয়া পড়িব গো মহা কুতুহলে ।
আমরা কুৎসিত, ওই জাহ্নবীর জল,
পরশে হইব দেব সুন্দর বিমল ।
দাও দেব, দাও দেখা, করি এ মিনতি,
চরণ-কমলে করি সহস্র প্রণতি ।

হিরণ্যকশিপু-বধ ।

"হিরণ্যকশিপু তুই হিরণ্যকশিপু"—
সক্রোধে নৃসিংহমূর্ত্তি করিয়া ধারণ,

কহিলেন "তোর সম নাহি মোর রিপু !"
নখাগ্রে করিলা মোর বক্ষঃ বিদারণ !
দৈত্যতনু পরিহরি, গোপিনী সাজিয়া,
কারণশরীর ছাড়ি এনু বাহিরিয়া !
নৃসিংহ-মূরতি ছাড়ি রাধাকৃষ্ণ-বেশে,
মোর পাশে শ্রীগোবিন্দ দাঁড়াইলা হেসে !
শঙ্খ বাজাইয়া আমি আরতি করিনু,
দীপ জ্বালি, মনঃ সাধে, শ্রীমুখ হেরিনু !
কহিলাম "নাথ একি সত্য ? না স্বপন ?
হইল কি এত দিনে শাপ-বিমোচন ?"
গোবিন্দে ইঙ্গিত করি কহিলা রাধিকা,
"প্রেমরাজ্যে এ গোপিকা অপূর্ব্ব সাধিকা !"

নবীন সন্ন্যাসী।

"দিয়াছিলি প্রসাদের বেড়াতে বন্ধন,
মায়ার বন্ধন মোর কেটে দে মা আজি !
লীলা খেলা, হেলা, ফেলা, কর্ সম্বরণ,
ভাল আর লাগে না মা এই ভোজবাজী !
লীলাময়ি, কাচি কাচ, উন্মাদিনী সাজি,
কত আর, মায়াবিনী, তনয়ে ভুলাবি ?
বাসনামাখালফল, শূন্য-ফুলরাজী,
হাতে দিয়ে কত আর হাসাবি, কাঁদাবি ?"
শুনি কথা, মা আমার বৈরাগ্য-গেরুয়া
অঙ্গে দিয়া সাজাইলা নবীন সন্ন্যাসী !

"ভাল সেজেছিস্ বাছা"—কহিয়া অভয়া,
ভস্ম বিলেপিলা দেহে, মুখে মৃদু হাসি !
কাণে দিলা গুরুমন্ত্র "শিব-শিব-শিব"—
ঘুচে গেল, ঘুচে গেল আমিত্ব-অশিব !

মা অন্নপূর্ণার প্রতি।

১

অনেক ভুগেছি মাগো, অনেক সহেছি মাগো,
বুকে বড় বাজিয়াছে ব্যথা !
কনক অঞ্চল দিয়া, দে মা অশ্রু মুছাইয়া,
মা হইয়ে হ'সনে বিমাতা !

২

তোর করুণার জল বহে যায় অবিরল,
যেন পূত মন্দাকিনী ধারা ;
পঙ্গু হ'য়ে বসি ঘাটে, বুক ফাটে, বুক ফাটে,
আমি যে তৃষায় হই সারা !

৩

কোকিল ঝঙ্কারে মাগো পাপিয়া ফুকারে মাগো,
কলকণ্ঠে শ্যামা দেয় শিস্ ;
ফুল ফোটে, চাঁদ হাসে, আমি শুধু মরি ত্রাসে ;
আমি শুধু কাঁদি অহর্নিশ !

৪

বসন্ত বৈভবময় শাক লতা সমুদয়,
কি সুন্দর ফল ফুলে ভরা।
আমারি নাহি মা সাধ, মাথায় পড়েছে বাজ,
মাঠে আছি—তবু যেন মরা।

৫

লয়ে মাগো দড়া দড়ি, আমি হায় খেলা করি,
দুষ্ট বাঁদরের মত,—শেষে
দু'টি হাত রজ্জুবদ্ধ! আমি এবে ভয়-স্তব্ধ!
তামাসা দেখিছ কেন হেসে?

৬

কিবা দিবা বিভাবরী, "হা অন্ন হা অন্ন", করি
অন্নপূর্ণা, হয়েছি অস্থির,
আয় মাগো ঝাঁপি কাঁখে, দুঃখী তনয়ের ডাকে,
হ'সনে মা হ সনে বধির।

৭

ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি রয়, লোক হয় মৃত্যুঞ্জয়,
যে অন্ন খাইলে মহামায়া,
সেই অন্ন দাও মোরে, বেঁধনা মায়ার ডোরে,
আর কেন? দেহ পদ-ছায়া।

৮

অনেক ভুগেছি মাগো, অনেক সহেছি মাগো,
বুকে বড় বাজিয়াছে ব্যথা!

কনক অঞ্চল দিয়া, দেমা অশ্রু মুছাইয়া,
মা হইয়ে হ'সনে বিমাতা।

জয় জয় পরব্রহ্ম।

জয় জয় পরব্রহ্ম, অপার তুমি অগম্য,
পরাৎপর তুমি, সারাৎসার।
সত্যের আলোক তুমি, প্রেমের আকর ভূমি,
মঙ্গলের তুমি মূলাধার॥
নানা রস-যুত ভব, গভীর রচনা তব,
উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায়।
মহা কবি! আদি কবি! ছন্দে উঠে শশি রবি,
ছন্দে পুন' অস্তাচলে যায়॥
তপত-কাঞ্চন-ভাতি, জ্বলদ্ অক্ষর-পাঁতি
অগণন তারকা-নিকর।
গগনের নীল পাতে, লিখিত সুন্দর-হাতে,
কবিতা-রহস্য মনোহর॥
কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি,
বজ্র-রবে রুদ্র তুমি ভীম।
তব ভাব গূঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি,
ধ্যায় যুগ যুগান্ত অসীম॥
আনন্দে সবে আনন্দে, তোমার চরণ বন্দে,
কোটী সূর্য্য কোটী চন্দ্র তারা।
তোমারি এ রচনারি, ভাব ল'য়ে নরনারী,
হাহা করে নেত্রে বহে ধারা॥

মিলি সুরনর ঋভু, প্রণমি তোমায় বিভু,
তুমি সর্ব্ব মঙ্গল আলয়।
দেও জ্ঞান, দাও প্রেম, দেও ভক্তি, দেও ক্ষেম,
দেও দেও ওপদ-আশ্রয় ॥

হরিনামামৃত।

নাথ, এযে জন্মান্ধের রাজ্য!
কহে মোরে "দূর! দূর!" হরি-নাম কহিনুর
দিতে চাই, তাও এরা করে নাগো গ্রাহ্য!
বাহ্য চাকচিক্যে ভুলি, রঙ্গিন কাঁচের খুলি
বিপণিতে ক্রয় করে মূল্য করি ধার্য্য!

২

নারী চায় রূপ ও সৌন্দর্য্য!
মুচকি মুচকি হাসি, বন্ধু চায় ধনরাশি;
পড়ে থাকে, পড়ে থাকে ভাবের ঐশ্বর্য্য!
শুনি সুললিত শব্দ, জগৎ মোহিত স্তব্ধ;
পড়ে থাকে, পড়ে থাকে কাব্যের সৌন্দর্য্য!

৩

পাণ্ডুরোগে সকলি পাণ্ডুর!
ইন্দ্রধনুবর্ণে ভরা, এই বিশ্ব মনোহরা
তুই কি বুঝিবি হায় কতই মধুর?
বালরবি রাঙা থাল, মুরীকণ্ঠ লালে লাল,
বর্ণান্ধের কাছে হায় সকলি যে দূর!

৪

এ শর্করা মিষ্ট নাহি লাগে!
নিম ভখি' তিক্ত মুখ, তাই কেন পাবি সুখ?
রসাল পনস্ কেন ধরি তোর আগে?
হরিনামামৃত ফল, তাও দিলি রসাতল!
লাজে মরি, লাজে মরি হায় এ বিরাগে।

উদ্বোধন।

কি লাগিয়া অশ্রুজল, কেন এ নিশ্বাস?
কেন করি নিশিদিন এত অবিশ্বাস
আপনারে?
হে মহান! যদি কোনদিন
আপনারে করে' থাকি অপূর্ণ মলিন;
যদি কোন প্রলোভনে হ'য়ে আত্মহারা,
পাপে ডুবে', কভু হ'য়ে থাকি তোমা' ছাড়া,—
তবে সে অতীত-লাগি', কেন নিরাশায়
প্রতিদিন ডুবিতেছি? বিগত-চিন্তায়
কেন ভবিষ্যৎ মোর—ঘোর তমসায়—
করি নিত্য সমাচ্ছন্ন?
এ ফুল্ল ধরায়
ক'দিনের তরে নাথ, মোর আগমন?—
শুধু দু'দিনেরি খেলা করি সমাপন
আবার তোমারি কোলে ফিরে' যাব।

তবে

আপনার সনে কেন সদ্ভাব না র'বে ?
কেন তবে হাসিমুখে কর্ত্তব্য না সারি',
শুধু ভালে কর হানি', অদৃষ্টে ধিক্কারি'
ফিরিতেছি শুধু "হাহা" করি ? এ জীবনে
নাহি কি কোনই আশা ?

তবে, এ ভুবনে
কেন আজো মোর কাছে ফুটিতেছে ফুল ?
কেন তবে আজো হেথা মলয় আকুল
করে মোরে আলিঙ্গন বন্ধুর মতন ?
কেন তবে চন্দ্রালোক হয় না কৃপণ
আমারে আনন্দ দিতে ? কেন তবে আজ
শত বিহঙ্গের কণ্ঠ এ শ্রবণ মাঝ
পশিয়া, করি'ছে মোরে পুলকে বিভোর ?
যদি আমি এত ঘৃণ্য, পাপে হিয়া মোর
যদি গো এতই হ'য়ে থাকে অসহায়,
তবে কেন এ ধরণী এত করুণায়
করি'ছে আমায় সিক্ত ? তবে কেন প্রাণে
এখনো উপজে শান্তি, যবে ঊর্দ্ধপানে
নেহারি—নির্ম্মল, নীল, স্নিগ্ধ নীলাম্বর ?
তবে কেন আজো যবে শুনি কলস্বর
পুণ্যতোয়া তটিনীর—ধীরে মনে হয়—
যেন আশা শুনাইছে স্বপ্ন-মোহময়
মধুর সঙ্গীতধ্বনি !

তব দয়া যদি

এতভাবে, এতরূপে মোরে নিরবধি
করিছে পালন যত্নে, তবে কেন চিতে
দাওনা গাঢ় বিশ্বাস? স্মৃতি মাধুরীতে
চিরদিন কেন তবে এই শ্রান্ত হিয়া,
তোমারি মাঝারে সদা রহেনা মজিয়া
আপনাতে-আপনি-আকুল?

কেন নাথ,

এ জীবনে আননাক নির্ম্মল প্রভাত
নব নব স্ফুট আশা সনে? অন্ধকারে
পারিনা বাঁচিতে আর! এত হাহাকারে,
তব গাঢ় অনুভূতি হয়না রাজন্!
দাও শান্তি, দাও প্রীতি, দাও শ্রীচরণ,—
সাধিব তোমার কর্ম্ম! দাও দেখাইয়া
কোন্‌খানে রহিয়াছে মরমে মরিয়া
আমার আশিষটুকু! দাও গো বুঝা'য়ে
বজ্রনাদে ভয়ঙ্কর,—কণা-কণিকায়
তোমারি অস্তিত্ব রাজে! এই বিশ্বময়
তোমারি অনাদি সত্ত্বা নানারূপে রয়
তোমারি ইচ্ছার বলে! হেথা তোমা-বই
আর অন্য গতি নাই! যে নিশ্বাস লই
এও সে তোমারি দান! এই যে শরীর
এও নাথ, তোমারই পবিত্র মন্দির!
চেতনা উঠুক্ জাগি' এ নীরস প্রাণে
শৈলমাঝে নির্ঝরিণী সম! তব টানে

সপুলকে ছুটে যাই জগতের মাঝে
আপনাতে-আপনি-অটল! কোন কাযে
যেন কভু না ভুলি তোমায়! নিরাশায়
যেন নাহি ডুবি আর! আপনার পায়
যেন গো দাঁড়া'তে শিখি! ব্যর্থ আশঙ্কায়
যেন গো কর্ত্তব্য কায না ভুলি হেলায়
লজ্জা-ভয়-বিকম্পিত প্রাণে! এ ধরায়
আমিও তোমারি পুত্র! কখনো হেথায়
হেঁটমুখে কাটা'ব না কাল! নিজবলে
সাধিব বীরের মত কর্ত্তব্য সকলে
আত্মসম্ভ্রমের বর্ম্মে আবরিয়া দেহ!
কর আশীর্ব্বাদ প্রভু, অযাচিত স্নেহ
সর্ব্বদা এমনি যেন এ দীনের'পরে
রহে তব! আশীর্ব্বাদ কর ক্ষণতরে!
যেন দেব, নব বলে হ'য়ে বলীয়ান্,
তুচ্ছ করি' হিংসা, দ্বেষ, শূন্য অভিমান,
তোমারে রাখিয়া হৃদে, নবোৎসাহ-ভরে
অক্ষম এ পুত্র তব পুনঃ কায করে
তোমার আদেশ মত।

হে বিশ্ব দেবতা,
ক্ষুদ্রপ্রাণ হতে পারি,—তবু যথা তথা
এত অপমানজ্বালা না পারি সহিতে!
আপনার সনে দ্বন্দ্ব করিয়া তিষ্ঠিতে
বল দেব, পারে কোন্ জন?

তোমারি কৃপায়
এ জীবন ল'য়ে আজো বাঁচিহে হেথায়!
সেই দান করি' অবহেলা,' কোন্ মুখে
লাঞ্ছনার ডালি বহি',— ম্লান অধোমুখে
রয়েছি দাঁড়া'য়ে প্রভু, আর নাহি পারি!
আমিও অমৃত-পুত্র, নহি গো ভিখারী!
অতীতের ম্লান স্মৃতি ফেল উৎপাটিয়ে;
পূর্ণানন্দে ভরুক্ হৃদয়!
পুনঃ উল্লাসিয়ে,
ধে'য়ে যে'তে চলে' যাই কর্ত্তব্যের টানে
মদোন্মত্ত ঐরাবত সম!
তব পানে
এমনি করিয়া নাথ, বাঁধিয়ো আমায়
যেন আর এ জীবনে কোন ক্ষুদ্রতায়,
সংশয়ের সমস্যার কোন প্রতিঘাতে,
নাহি ছেঁড়ে সে বন্ধন।
উজ্জ্বল প্রভাতে
নব আশাসনে প্রাণে হও হে উদয়।—
যা'ক্ মিশে অন্তরের কম্প-লজ্জা-ভয়,
ব্যর্থ বাসনার এই তীব্র হাহাকার
পরিপূর্ণ প্রশান্তির স্নিগ্ধতামাঝার!

আত্মা-বধূর প্রার্থনা।

১

আজি মনোরমা-বেশে,
ভয়ে, লাজে, মৃদু হেসে,
এসেছি, এসেছি, নাথ, সাজি' নববধূ,
প্রকাশি' বালার্ক ঘটা,
মুখে অরুণের ছটা,
নলিনীরঞ্জন এস !—এস, এস বঁধু।

২

এ হৃদি-নলিনী মম,
প্রফুল্ল নলিনী সম,
তরল কনক ওই, রবির কিরণ,
করি পান, হয়ে ভোর,
আননে আনন্দ ঘোর,
ঢালুক তোমার করে সর্ব্বস্ব আপন !

৩

আমি ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী,
অতি মৃদু প্রবাহিনী,
হে দেব, এসেছি আজি সাগর-সঙ্গমে ;
তব প্রেম পারাবার,
হ'য়ে তাহে একাকার,
ডুবে যাব—মিশে যাব, মরমে মরমে !

৪

শ্যামাঙ্গিনী নিশীথিনী,
হয় যথা গৌরবিনী,
চন্দ্রালোকে নিমগনা, পাশরি' আপনা,
আমার আমিত্ব দিয়া,
তোমার তুমিত্ব নিয়া,
সাজিব, সাজিব, আজি অপূর্ব্ব অঙ্গনা!

৫

আমি ক্ষুদ্র শুক্র তারা,
হইব আপনাহারা,
হে চন্দ্র! তোমার ওই পরিধি-মণ্ডলে।
তুমি কুঞ্জ, আমি পাখী,
লুকাইব, তনু ঢাকি,
হে কান্ত! তোমার ঘন বাসন্ত শ্যামলে!

৬

পুষ্প হাসে, ফল ঝোলে,
সুন্দর বিটপি-দোলে,
মধুর ঝঙ্কার রোলে করাইবে পান,
তোমার এ পিক-বধূ,
প্রেমসঙ্গীতের মধু,
হে বঁধু করিও পান আনন্দে অজ্ঞান!

৭

তোমার স্নেহের নীড়ে,
লালিত হইয়া ধীরে,

মুক্ত পক্ষ প্রসারিয়া এ বন-কপোতী,
ছুটিবে গো মহোল্লাসে,
তব চিত্ত নীলাকাশে,
শত চন্দ্র হাসে যথা -অপরূপ জ্যোতিঃ!

৮

আমি নীলাম্বরে ভাসি,
হেরিব ও শুভ্র হাসি,
সারারাত্রি, সারারাত্রি, সৌন্দর্য্যে বিভোর।
প্লাবিয়া বিশ্বের প্রাণ,
কর. কর, সুধাদান,
হে নাথ, সুধাংশু তুমি, অধিনী চকোর।

যাচনা।

১

হে প্রিয় আমার মৌন মোহন,
পরম দয়িত ধ্রুব,
এ মরু-জীবনে আজি উৎস্থত
অমৃত-উৎস শুভ ;
আজি মুহূর্ত্ত মিলন মধুর,
সফল প্রেমের ব্রত।
এস সখা এস মঙ্গলময়,
আমার মনের মত।
অর্পি চরণ আমার জগতে,
দুর্ব্বলতা ও ভুলে ;

তুচ্ছ আমারে তুলে লও তব
উচ্চ বক্ষঃকূলে।

২

মোর এ শুষ্ক পাণ্ডু অধরে
চুম্বন কর দান,
স্নায়ুতে শোণিতে আসুক বন্যা
ভাঙ্গিয়া সর্ব্ব প্রাণ।
মন্থন করি' অন্তর মোর
হে অনুত্তম নাথ,
ওগো প্রিয়তম, ওগো প্রাণাধিক,
দাও প্রসারিয়া হাত।

৩

মেঘের প্রান্তে প্রভাত-রৌদ্র
শুভ্র উজ্জলতর,
তুমি, তুমি প্রিয়, আরো প্রদীপ্ত,
আরো মনোমোহকর।
তৃণে তৃণে ওই বিনা সুতে গাঁথা
মোহন মোতিম মালা,
লুষ্ঠিত ওই সেফালি-ফলিত,
কোমল কিরণ ঢালা,

৪

ওই মালাখানি এ দীন ক্ষুদ্র
হৃদয়-অর্ঘ্য সাথে

এ শুভ প্রভাতে নবীন শোভাতে
সঁপিতেছি তব হাতে।
লও প্রভু লও করুণা করিয়া,
উদ্দেশে সঁপিলাম
মোর জগতের মলিন মাধুরী—
মরমের অভিরাম।
দাও দাও তব মনের মহিমা
রেণু কণা পরিমাণ—
কান্ত আঁখির অমৃত ধারায়
শান্ত হউক্ প্রাণ।

প্রার্থনা।

১

কোথা মৃত্যুঞ্জয়,
এই শ্রান্ত জীবনের অন্তিম আশ্রয়?
ক'দিন এ ভব কূলে ভ্রমিব তোমারে ভুলে
হে প্রভু হে বিশ্বরূপ, হে করুণাময়।

২

যাই যাই করি'
দিন যে ফুরায়ে যায় দয়াময় হরি;
দিয়াছ কাজের ভার, কিছুই হ'ল না তার,
শুধু দুটি শূন্য কর উঠিছে শিহরি'।

৩

দেখিয়াছি আমি
তোমার অমূর্ত্ত মূর্ত্তি দীপ্ত দিবাযামী।
কম্পিত কলাপ-রাগে, কিংশুকের দাগে দাগে
অক্ষয় বরণে আঁকা হে আমার স্বামী।

৪

আমারে ভুলায়
শ্যামল শাখায় ঢাকা সহস্র কুলায়,
ওইখানে মোর ঘর, খুঁজে নে আপন পর,
ফিরি হোথা গোধূলির বিদায়-ধন্দায়।

৫

খুলেছি দুয়ার,
সমস্ত অখিলখানি হয়েছে আমার,
খোলা হাওয়া, ফাঁকা মাঠ বালুকায় ঢাকা ঘাট,
উদার নদীর ধারা সোদর আমার।

৬

এসেছে আলোক,
পড়্ তোরা 'অপরাধ ভঞ্জনে'র শ্লোক ;
অশ্রুধার ছন্দে ছন্দে হৃদয়ের মৃদুস্পন্দে
জাগুক্ তাপিত প্রাণে অক্ষয় পুলক।

সর্ব্বতীর্থসার।

তোমারি হে জয় প্রভু তোমারি হে জয়।
সংসারের সুখ কিছু নয় কিছু নয় —

ক্ষণেকের দীপ্তিপর ভস্ম শুধু রয় !
তোমারে লভি' যে সুখ ওহে প্রাণারাম,
ব্রহ্মাণ্ডে তুলনা নাই—এত খুঁজিলাম !
তাই এত ভক্তি ভরে রাজরাজেশ্বর
মাথার মুকুট রাখে—ধূলি-কলেবর
দীন তব পূজারির চরণের পর !
তাই পাপী যারা তারা তব নাম স্মরি'
সভয়ে সম্ভ্রমে কাঁপি' ওঠে থর থরি।
তাই সহি' দুঃখ তাপ ঝঞ্ঝাট বালাই
ভক্ত বলে তুমি ছাড়া গতি আর নাই !
তাই এতেক ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার
এসেছি তোমার কাছে সর্ব্বতীর্থসার !

ঈশ্বরের প্রতি।

(টমাস্ মুর্ হইতে অনুবাদিত)

১

এই যে বিস্ময়কর বিশ্ব চমৎকার,
হে বিভু তাহার তুমি আলোক জীবন !
দিবসে উজ্জ্বল প্রভা, রাত্রিতে চন্দ্রের বিভা,
প্রতিবিম্বিত মাত্র তব হে বিশ্বকারণ !
চারিদিকে ঘোষে তব মহিমা অপার ;
সুন্দর উজ্জ্বল বস্তু সকলি তোমার।

২

বিদায়-কিরণ সঙ্গে তপন যখন,

সন্ধ্যার বিভক্ত মেঘে চাহে না ছাড়িতে,
বোধ হয় যে সময় সে দৃশ্য সুবর্ণময়,
মোহন সোপান পথ স্বর্গেতে যাইতে।
অস্তোন্মুখ সূর্য্যের সে বিচিত্র বরণ,
তোমারি তোমারি তাহা হে বিশ্ব-কারণ।

৩

তারাময় পক্ষপুট করিয়ে বিস্তার,
তিমিরে আকাশ ধরা ঢাকিলে যামিনী,
অসংখ্য নয়নোজ্জ্বল পাখা করে ঝলমল,
যেন কোন কৃষ্ণবর্ণ চারু বিহঙ্গিনী!
ঐশিক অনল, সেই পবিত্র আঁধার,
অসংখ্য মহান্ ; বিভু, সকলি তোমার।

৪

তরুণ বসন্ত যবে হয় রে প্রচার,
তব আত্মা করে তার সুরভি নিশ্বাস ;
প্রত্যেক কুসুম, যারে, নিদাঘ গাঁথেরে হারে,
তোমারি নয়নালোকে তাহার প্রকাশ,
যেদিকে তাকাই তব মহিমা অপার,
সুন্দর উজ্জ্বল বস্তু সকলি তোমার!

ওহে জীবন বল্লভ।

'ওহে জীবন বল্লভ,
ওহে সাধন দুর্লভ!

আমি মর্ম্মের কথা অন্তর ব্যথা
কিছুই নাহি কব,
শুধু জীবন মন চরণে দিনু
বুঝিয়া লহ সব,
আমি কি আর কব!
এই সংসারপথ সঙ্কট অতি
কণ্টকময় হে,
আমি নীরবে যাব হৃদয়ে লয়ে
প্রেমমূরতি তব!
আমি কি আর কব!
আমি সুখ দুখ সব তুচ্ছ করিনু
প্রিয় অপ্রিয় হে,
তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা
মাথায় তুলিয়া লব,
আমি কি আর কব!
অপরাধ যদি করে থাকি পদে
না কর যদি ক্ষমা,
তবে পরাণপ্রিয় দিও হে দিও
বেদনা নব নব!
তবু ফেলো না দূরে - দিবসশেষে
ডেকে নিও চরণে,
তুমি ছাড়া আর কি আছে আমার
মৃত্যু-আঁধার ভব।
আমি কি আর কব!

বিপদ-মঙ্গল।

১

হে বিপদ, হে আপদ, হে ঘোর লাঞ্ছনা;
নীলাম্বরী শাড়ীটির আঁধার অঞ্চলে
ঝাঁপি' নিজমুখ, ছিলে চিরাবগুণ্ঠনা,
চিরদিন, চিরদিন - ভাসি' নেত্রজলে
তোমার দৌরাত্ম্যে, পেয়ে তোমার তাড়না,
আশৈশব ভাবিয়াছি, তুমি গো কুরূপা,
পিশাচী, ডাইনী, নরশোণিতলোলুপা,
পরমকুৎসিতা কোন অসুর-অঙ্গনা।
ক্ষমা কর দেবকন্যা! বহুদিন পরে
খুলিয়াছে আজি মম জন্মান্ধ-নয়ন
এ যুগান্তে! খুলিয়াছে এ অবগুণ্ঠন
তব শুভে,—এত শোভা নয়নে কি ধরে?
এত রূপ! মরি মরি অনিন্দ্য বদনে
ইন্দু কান্তি! সান্ধ্য তারা ঝলকে লোচনে!

২

আমি ভাবিতাম, তুমি ঘোরা অমানিশা,
কালোর উপর কালো, আলুয়িতচুলা।
একি ভুল! তুমি যে গো অরুণ-দুকূলা;
লাবণ্য-যৌবনময়ী, হাস্যময়ী ঊষা!
সাজি' বৃদ্ধা ঠান্‌দিদি, কত নাগরালী
করিয়াছ তুমি আলি, ভাঙ্গিয়াছ হাড়,
বুঝি নাই সে ব্যাভার, রঙ্গিণি, তোমার,

ভ্রূ কুঞ্চিয়া আমি রোষে পাড়িয়াছি গালি।
দুর্ব্বোধ (অবোধ আমি !) তব রঙ্গকেলি !
কোথায় সে ঠানদিদি ? দন্তের সে মিশি ?
আসিয়াছ আলো করি আহা দশ দিশি !
ষোড়শী-রূপসী-বেশে, পরি' রত্নচেলী !
দিগম্বরা ভয়ঙ্করা কোথায় কালিকা ?
রাসলীলাময়ী এ যে অপূর্ব্ব রাধিকা

৩

নবোঢ়া বালিকা যথা পতিরে নেহারি'
বাসরে, আতঙ্কে ঘোর, উঠে গো শিহরি',
আমিও তোমারে হেরি', অয়ি বরনারি,
চিরদিন কাঁপিয়াছি, অঙ্গ থরথরি' !
এবে ঘুচিয়াছে মম লজ্জা, ভয়, ঘৃণা,
হইয়াছে রসবোধ, জেগেছে কামনা,
ললিত বাহুর ডোরে, লোভনী শোভনা,
বাঁধি' মোরে, ছাঁদি' মোরে, পুরাও বাসনা !
হে সুন্দরী, বাঁধ মোরে কেশনাগপাশে,
কর কর মোর সাথে পরিহাস কেলি !
আমিও গো শিহরিব উচ্ছ্বাসে, উল্লাসে,
কদম্ব ফুটে গো যথা আনন্দে উদ্বেলি' !
দাও দাও শুষ্ক মূলে প্রেমামৃত ঢালি',
ফুটুক এ জীর্ণ শাখে শারদী শেফালী !

৪

অপ্সরী শোভার অফুরন্ত ফুলবীথি

দেখিলাম, দেবকন্যা, তোমার প্রসাদে !
আহা কিবা পবিত্রতা, ঢল–ঢল প্রীতি,
উজল আননে তব ; আনন্দে, আহ্লাদে,
একি হেরি ! সৌন্দর্য্যের নব বৃন্দাবন !
তুলসীর গন্ধে আমোদিত, উল্লসিত,
পুষ্পগন্ধে সুরভিত, কোকিল-কূজিত
সারা উপবন ! এ যে দেব-নিকেতন !
হে বিপদ ! বেষ্টি' তব পদ-কোকনদ
কাঁদিল ভ্রমরী, এই 'বিপদ-মঙ্গল',
গুঞ্জরি' গুঞ্জরি' !—এবে দেখাও সম্পদ !
খোল, খোল মন্দিরের কনক অর্গল !
জ্বালি' এবে সান্ধ্যদীপ, করিয়া আরতি,
দেখাও গো, দেখাও গো দেবের মূরতি !

৫

ধর্ম্ম-মন্দিরের তুমি অপূর্ব্ব পূজারি
হে বিপদ ! পার হ'য়ে, গিরি, নদী, দরী,
নির্ব্বাসনা-কমণ্ডলু হস্তে করি', ধরি',
জপমালা, ভস্ম মাখি,' এ তনু উঘারি',
কৌপীন সর্ব্বস্ব করি,' নব বৃন্দাবনে
আসিয়াছি !—খোল দ্বার হে বিপদ-রাধে !
স্নিগ্ধ কর দুটি চক্ষু প্রেমের অঞ্জনে,
আজি গো হরির রূপ হেরিব অবাধে !
প্রীতি-কালিন্দীর নীরে করিয়াছি স্নান,
ভকতি শিউলি-ফুল দুটি করে ধরি'

ভাসিতেছি নেত্রনীরে !—মুছাও নয়ান,
দেখা দাও, দেখা দাও হে দয়াল হরি !
বিশ্বপতি, কেন আর এ অগ্নি-পরীক্ষা ?
দাও দাও ভিখারীরে পরা-ভক্তি-ভিক্ষা !

হে বিপদ, এস।

১

হে বিপদ, এস !
সজল আনতচক্ষে ভীতিবিকম্পিত বক্ষে
রাখি' দৃষ্টি, এস দেবি, এস।
পতি-পুত্র-সর্ব্বহারা, অনাথ-বিধবা-পারা,
গালে হাত দিয়া, সতী, কাছে এসে বোস।

২

সদ্যঃস্নাতা কালিন্দীর জলে
সন্ধ্যাসমা, হে বিপদ, তব মুখ-কোকনদ,
বিষাদ বুলায় হস্ত সে নীল উৎপলে !
নীহারিকা-মুক্তাহার তোমার ও অশ্রুধার,
প্রীতি-রাকা-শশী হাসে সুন্দর অঁাচলে !

৩

এস, দেবাঙ্গনা !
র‍্যাফেলের খরদৃষ্টি হেন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি
হেরে নাই !—তুমি মম অপূর্ব্ব ম্যাডোনা !
শিশু খ্রীষ্টে কোলে করি,' এস রাজরাজেশ্বরী,
শোভা-সাগরের অয়ি কমল-আসনা !

৪

এস, নন্দরাণি।

হেন যশোদার কথা কে শুনেছে কবে কোথা ?
ভাগবতে নাহি হেন সুধামাখা বাণী।
শ্রীহরিরে কোলে করি' এস রাজরাজেশ্বরী,
কি ফুল্ল-সরোজ ওই চরণ দুখানি!

পুণ্য

চাহি না জানিতে আমি "পুণ্য" বলে কারে।
কি সুধর্ম্ম, কি সুকর্ম্ম, কেবা কর্ম্মবীর,
এই সব তর্কজালে হইয়ে অধীর,
চাহি না লভিতে শান্তি তব দরবারে,—
ওহে বিংশ শতাব্দীর ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির!
আমি করিয়াছি সার সৌন্দর্য্যের সারে,
আমি করিয়াছি সার সেই সারাৎসারে,
সারা বিশ্ব আহা যাঁর পূজার মন্দির,
হে শিব সুন্দর দেব, শারদী শেফালী
দেয় যথা দেয় যথা আপনারে ডালি,
প্রভাতের রাগরক্ত চরণকমলে,
দেহপুষ্প, চিত্তপুষ্প, সব দিব ঢালি'
তব পদকোকনদে, ফুল্ল-শতদলে!
এ গো যদি নহে পুণ্য, পুণ্য কারে বলে?

ভুল।

বুঝিতে পারি না নাথ! কেন এত ভুল!
কেন এই সৃষ্টিছাড়া অজ্ঞতা বিপুল
দীন মানবের ভাগ্যে—পারি না বুঝিতে;
বুদ্ধি অন্ধ হয়ে যায় উপায় খুঁজিতে।
ভুলেও যে মোরে কভু ভাল নাহি বাসে,
ঘৃণায় সরিয়া যায় আমি এলে পাশে,
তবুও কি জানি কি যে মনের গঠন,
তাহারি পশ্চাতে ফিরি মূঢ়ের মতন!
ব্যর্থ আশা অবশেষে কেঁদে মরি মিছে
—কে পেয়েছে পথ ছুটি' আলেয়ার পিছে!
তুমি যে সর্ব্বদা মোর মুখপানে চেয়ে,
হাসিয়া করিছ দান সুমধুর স্নেহে
অযাচিত ভালবাসা অনন্ত উদার—
ভুলেও কি তার পানে চাহি একবার?
প্রাণপণে ভালবাস—সেই প্রেম টুটি'
প্রাণপণে ঘৃণা করে—তারি কাছে ছুটি!
জানি না হৃদয়বৃত্তি কি রহস্যে ঢাকা,
কি গুপ্ত নিয়মে চলে বাসনার চাকা
বিচিত্র হৃদয়যন্ত্রে কোন্ মন্ত্রবলে—
একবার, একবার দাও সখা বলে'।
বলে' দাও কবে সব বাধাবন্ধ ভুলে'
আশ্রয় লভিব তব শ্রীচরণমূলে;

ভুলিব শত্রু ও মিত্র, আপনা ও পর—
ভুলিব সত্য ও মিথ্যা, বাহির ও ঘর।
ঘুচে' গিযে সর্ব্বসুখ সর্ব্বদুঃখরাশি,
আলো আঁধারের মত রবে পাশাপাশি।
প্রভু, প্রিয়, প্রিয়তম! বল না কখন
—আসিবে জীবনে মোর সেই পুণ্যক্ষণ?

প্রার্থনা।

আমি যেখানেই কেন রই, যেন পাই
তোমার করুণাপুঞ্জে,
যেন জীবন পাথার সাঁতারিয়া সখা
উঠি তব কৃপাকুঞ্জে।
এই কষ্ট-দস্তুর সংসার-পথ
সঙ্কটময় পঙ্ক;
প্রভু ঘিরিয়া তাহারে তোমার করুণা-
পারাবার অকলঙ্ক।
আমি তাহারি উপরে হংসের মত
ভাসিতেছি সদা রঙ্গে,
এই ধরণীর ধূলা কালিমা লাগিছে
শতবার করি অঙ্গে।
ঐ অমল ধবল শান্ত উদার
তোমার করুণাসিন্ধু,
প্রভু শতবার যেন ধুয়াইয়া দেয়

কলঙ্ক মসীবিন্দু।
আমি শিশুর মতন বড় নির্ভরে
আছি তব স্নেহ-অঙ্কে,
নাথ! দূর করি দাও কলঙ্ক যত
মুছাইয়া পাপপঙ্কে।
আমি কি আর কহিব প্রভু প্রিয়তম,
হে চিরসাধনভোগ্য—
তুমি আমারে করিও নিখিল-শরণ
তোমারি চরণযোগ্য।
যবে গভীর আঁধারে ঘিরিয়ে ঘনায়ে
আসিবে সে ঘোর রাত্রি—
প্রভু আমারে করিয়া লইও তোমার
অমৃত-পথের যাত্রী।

সম্পদের প্রতি।

১

কি অপূর্ব্ব অগ্নিবাজী! হাউই উঠিছে;
বন্ বন্—চক্রে ঘোরে বাজী;
শন্ শন্ উল্কামুখে সমীর ছুটিছে,
হে শ্রীহরি, এ কি হেরি আজি?
ইচ্ছা ছিল হেরিবারে ভক্তি-উপবন,
এ কি হেরি? এ যে ঘোর মায়ার কানন!

২

দাবাগ্নি কি ভোজবাজী বুঝিবারে নারি—
কুহকিনী লালসা-ডাকিনী
হাসিয়া মোহন হাসি, সাজি' বর-নারী,
ধরিয়াছে সাহেনা রাগিণী !
চমকি' উঠিছে প্রাণ, পুলকিছে তনু,
ফুলশর হাতে ল'য়ে হাসে ফুলধনু !

৩

বড়ই পিচ্ছিল পথ, আঁধার আঁধার,
আলো নাই, যষ্টি নাই হাতে,
কোথা তুমি হে শ্রীহরি ! হ'য়ে আগুসার,
হাত ধরি,' লয়ে চল সাথে।
শ্মশানে পিশাচ ওই জ্বেলেছে মশাল,
অদূরে আলেয়া জ্বলে, ডাকে ফেরুপাল !

৪

আস্বাদি' মাখাল ফল, দিল্লীর সন্দেশ,
মুখ হ'ল তিক্ত ও বিরস !
আর কেন ? আর কেন ? এস পরমেশ,
পিয়াও অমৃত-সোমরস !
ভূমিতলে কত কাল রহিব শয়ান ?
এস, এস ফুলশয্যা ! এস উপাধান !

৫

পাটালি ভুখিতে নারি, আন হে সুখাদ্য,
সরভাজা খাস্তার কচুরি,

এই হাহাকার-রাজ্যে বাজাইয়া বাদ্য
রচ হরি! আনন্দের পুরী!
অলক্ষ্মীরে ঝাঁটা পিটি,' তাড়ায়ে বিদেশে,
কমলার বেশে,—দেব, এস হেসে হেসে।

৬

বহুদিন অন্ধ আছি, জ্যোতির্ম্ময় রাগে
চক্ষে কর লাবণ্যসঞ্চার!
স্নায়-অধ্যয়ন আর ভাল নাহি লাগে,
এস এস বাবা অলঙ্কার!
কোথা তুমি, কোথা তুমি, হে চিরসম্পদ,
এস শান্তি! এস তৃপ্তি! সুচুক্ত সম্পদ।

৭

এস হে স্বদেশী বন্ধু চিরবিদেশীয়,
বুকে ধরি' করি আলিঙ্গন!
এস পুত্র, ভাগ্যবতী বন্ধ্যা রমণীর,
মুখ করি সোহাগে চুম্বন!
সারা রাত্রি ঝড় বৃষ্টি ভয় ও হুতাশ,—
এস এস, দিবামুখে সূর্য্যের প্রকাশ!

বিপদের প্রতি।

১

হে ভৈরবী! কাণ্ডজ্ঞানশূন্যা! চিরনগ্না!
করোটি-কপাল লয়ে করে,

ভগু-সুরা-পান-মগ্না, অয়ি অশোভনা,
তাণ্ডবিয়া আনন্দ অন্তরে
থেই থেই—বৃকোদর, কীচকে যেমতি,
বাঁধ মোরে, ছাঁদ মোরে, অয়ি ক্রূরমতি !

২

এস, এস, হে বিপদ, অট্ট অট্ট হাসে,
এস, চণ্ডী, বেতালের প্রায় ;
জন্মান্ধ কবন্ধ বায়ু, সাহারা-আকাশে
করে যথা ঘোর হায় হায়,
তেমতি গো আর্ত্তনাদে, এস ভয়ঙ্করী,
বাসনা—মায়ার কন্যা—মরুক্, শিহরি !

৩

হে বিপদ, শাকমূর্ত্তি, পাণ্ডুর অধরা,
নত আঁখি, সজললোচনা,
এস, এস, নিজ রঙ্গে নিজেই জর্জ্জরা,
তন্ত্র-মন্ত্র-সাধন-মগনা।
মারণ-বশীকরণ-উচাটন-রতা,
এস কাপালিক-বধূ পর-পীড়া-ব্রতা !

৪

হবে যবে সর্ব্বনাশ, হাহাকার করি'
দানা যবে ঘরে দিবে হানা,
বিপদ-মৃণালোপরি পদ্মরূপ ধরি'
দেখা দিবে হরি-আরাধনা !

সূচীময়ী লতা ভেদি' সৌরভ ছুটিবে!
সে ফাল্গুনে হরিনাম-গোলাপ ফুটিবে!

৫

হে বিপদ, দাউ দাউ উল্কা-মুখ মেলি'
চারিধারে মহাবহ্নি জ্বালি'
এস, এস! ঢালি হৈম বাসনার চেলী
আমি দিব আপনারে ডালি;
বৈদেহী হাসিলা যথা অগ্নিদেব কোলে,
আমিও হাসিব রঙ্গে হরি-ক্রোড় দোলে!

সম্পদের প্রতি।

১

হে সম্পদ! মনোহরা! টিপ্ পরি' ভালে,
ইন্দুমুখে গালভরা হাসি,
মোহন কুন্তল গাঁথা বাল-কুন্দ-জালে।
এস এস আনন্দের রাশি।
রাঙ্গা পা দুখানি যেন লাল কোকনদ,
এস মা কমলা রাণি, এস গো সম্পদ!

২

ভুর্ ভুর্ পদ্মগন্ধ শ্রীঅঙ্গে উথলে
শারদীয়া যামিনীর প্রায়;
দেহ হ'তে তরল কনক গো উছলে!
করতলে লীলাপদ্ম ভায়!

হে সম্পদ! চারিধারে হয় শঙ্খধ্বনি!
ধূপগন্ধ প্রকাশিছে তব আগমনী!

৩

কণ্ঠে মণিমালা, কর্ণে কনক-কুণ্ডল,
স্বর্ণচেলী করে ঝলমল্,
হেরে নাই, হেরে নাই ধরিত্রীমণ্ডল
হেন স্বর্ণ-প্রতিমা উজ্জ্বল!
এত সাজ সজ্জা!—তবু অঙ্গের উপর
হরিনাম-নামাবলী!—মরি কি সুন্দর!

৪

থাকি থাকি হরিনাম সঙ্গীত মধুর,
হে সম্পদ, গাইছ ঝঙ্কারে!
হে রুক্মিণী, হে বৈষ্ণবী তোমার ও সুর
বাকি আর নাই বুঝিবারে!
হরিনামযুক্তা হ'লে, তুমিই সম্পদ,
হরিনামহারা হ'লে, তুমিই বিপদ!

আমার দেবতা।

কেহ বলে শৈব আমি, বিল্বদলে পূজি সদাশিবে;
রাসলীলা, হোলিখেলা হায় সেই মহেশে কোথায়?
কেহ বলে, ঢালি আমি গোবিন্দের চরণ-রাজীবে
অরবিন্দ! কোথা হায় জপ তপ ব্রজের লীলায়?
কেহ বলে, শাক্ত আমি, ইষ্টা মম শ্যামা ত্রিনয়নী;
লক্ লক্ লোল জিহ্বা!—দুর্গা-রূপ কোথায় শ্যামায়?

কেহ বলে ব্রহ্মে পূজি, ভক্তিপুষ্পে দিবসযামিনী,
অরূপের আরাধনা? সাধনায় ধরা কি গো যায়?
আমার দেবতা? অরূপে সরূপ, সরূপে অরূপ।
জলধি-গর্জ্জন ঘোর।—একমাত্র অকূলে কাণ্ডারী:
নির্গুণে সগুণ তিনি, বিশ্বরূপ, তিনি বহুরূপ,
পত্রপুষ্পজলে তুষ্ট, তিনি শুধু প্রেমের ভিখারী।
নামরূপাধার তিনি, নাম রূপ আছে, তবু নাই
তিনি শিব, তিনি দুর্গা, পিতা, মাতা, বন্ধু, দারা, ভাই

মা।

তবু ভরিল না চিত্ত। "হরিবোল" রবে
নবদ্বীপে "জয় গৌর" বলি নাচিলাম।
"জয় নিত্যানন্দ"! বলি প্রেমের উৎসবে
কীর্ত্তন-আনন্দ-সুখ কত ভুঞ্জিলাম:
পূজিলাম সসম্ভ্রমে, পুরী ধামে গিয়া,
পুরুষ-উত্তমে! অবগাহিনু সাগরে
নিবিড় আনন্দে। অর্চ্চিনু ভুবনেশ্বরে;
তবু হায়, তবু হায়, জুড়াল না হিয়া।
তখন নিরাশ হয়ে, ফিরিয়া ভবনে,
বসিলাম মহাধ্যানে, জাগিয়া যামিনী।
মূলাধারে, সহস্রারে, হৃদি-সিংহাসনে,
হেরিলাম দিব্যজ্যোতি- কমলে কামিনী।
বিস্ময়বিস্ফার নেত্র।—কি কহিব আর?
আত্মতীর্থে মা আমার সর্ব্বতীর্থসার।

জীবন-সঙ্গীত।

(Longfellow বিরচিত Psalm of Life নামক কবিতার অনুকরণে লিখিত)

১

বোলো না আমারে, করুণ ক্রন্দনে,
"এ জীবন হায়! সুধু স্বপ্ন";
ধাঁ ধাঁ লাগিয়াছে তোমার নয়নে;
কাচ নয়, অমূল্য এ রত্ন;

২

এ জীবন সত্য, জ্বলন্ত এ সত্য;
মৃত্যু নহে জীবনের শেস;
দেহ ধুলা মাটী; আত্মা কিন্তু খাটি,
অজর, অমর ও অশেষ;

৩

ভোগতৃষ্ণা সুধু? ভগ্নমনোরথে,
ইহা হতাশ জীবের কি লক্ষ্য?
চল অগ্রসরি' উন্নতির পথে,
হাস্যমুখে, প্রসারিয়া বক্ষ!

৪

বিদ্যা যে অকূল, কাল যায় চলে',
এ হৃদয় যদিও নির্ভীক,
শব ঘাড়ে, ধীরে, বিনা হরিবোলে,
যায় চুপে শ্মশানের দিক!

৫

এস পশি সবে, কর্ম্ম-ধর্ম্ম-বর্ম্মে,
বীরবেশে সংসার আহবে ;
মেষ গরু হয়ে, লজ্জা নাই মর্ম্মে,
গলা ধাক্কা কে সবে নীরবে ?

৬

ভবিষ্যের সুখ ? কি বিশ্বাস আছে ?
যা হবার হয়ে গেছে, যাক্ ;
কর্ম্মযোগী হয়ে, অনন্ত উৎসাহে ;
হিয়া, তুই অভয়ারে ডাক্ !

৭

"মহাজন কত পন্থা গেছে রাখি,"
শিরে সে চরণ ধূলী ধরি,
সমুদ্রসৈকতে পদ চিহ্ন আঁকি'
এস সবে যাত্রা শেষ করি !

৮

আমাদের সেই পদাঙ্কের চিহ্ন
অন্য কোন অভাগা জনা রে
দিবে আহা বল,—আশাতরী ছিন্ন,
জলমগ্ন ভব পারাবারে।

৯

কি ভয়? কি ভয়? বল জয় জয়
জয়, জয়, দুর্গা রবে,
স্মরিয়া মহেশে, কর্ম্ম কর হেসে,
পিতার সুপুত্র সবে!